প্রাগ্‌জ্যোতিষ

শারদীয়া ১৪২৮

প্রাগ্‌ভাষ

৪৪তম বর্ষ, শারদ সংখ্যা ২০২১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ /নিবন্ধ

রূপং দেহী, জয়ং দেহী — অমিত কাশ্যপ ৫

দেবী দুর্গার সেকাল ও একাল — চিত্তরঞ্জন দাস ৮

রূপকথার জাদুকর — দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার — প্রদীপ কুমার পাল ১০

মানুষ হতে হবে — সুখেন্দু বিকাশ পাল ৩০

দেশভাগের অভিজ্ঞতা — আরতি ভট্টাচার্য ৩৩

মুখোমুখি দুই মনীষী — রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর — অলক মণ্ডল ৩৪

কৃপাসিন্ধু — শম্ভুনাথ সাহা ৩৭

আত্মহত্যার অধিকার : সুভাষ থেকে মানিক — অশোক ভট্টাচার্য ৪০

শতবর্ষে পল্লীগানের অমর পাল — রূপকুমার পাল ৫১

শতবর্ষে বিপ্লবী অপরাজিত কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — রবি বিশ্বাস ৮৭

রবীন্দ্র - কথা সাহিত্যে ব্রাত্য জীবন — যূথিকা পান্ডে ৯৫

গল্প

জবাগাছ — গণেশ ভট্টাচার্য ১৫

মিলা — সুব্রত নন্দী মজুমদার ১৯

সুরেলার সংসার — সরমা সাহা ২২

হৃদয় — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪

যদি মনে পড়ে — অলকানন্দা রায় ২৭

মঞ্জুরী — সুব্রত দাস ৪২

সমাধান — পরিমলকান্তি ভট্টাচার্য ৪৫

কষ্টিপাথর — পূর্বাশা মণ্ডল ৫৩

সুগন্ধের আড়ালে — গুঞ্জন ঘোষ ৫৬

নীল পরী — অনিন্দ্যশঙ্কর রায় ৫৮

হারানো প্রাপ্তি — প্রবীর জানা ৬১

সুতপা — সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪

আকাশের প্রদীপ — চুনীলাল রায় ৬৯

জীবনদীপ — সুব্রত হালদার ৭৪

কাজলনয়না — সুকুমার মণ্ডল ৭৮

বন্দীদশা — বিনয় সরকার ৯১

নব নব রূপে — মানস মণ্ডল ৯৫

শিকার করতে গিয়ে — সৈয়দ রেজাউল করিম ৯৯

অনন্য বাতায়নে — পরেশ সরকার ১০১

মারিয়া বিক্রি হয়ে গেল — উমাশঙ্কর ১০৬

এক 'অপরিচিত' জগৎ — পারমিতা সরকার ১০৮

মানুষ — শেফালী সরকার ১১০

অনুবাদ গল্প

পাপ : মনোজ কুমার গোস্বামী
মূল অসমিয়া থেকে বাংলা অনুবাদ — বাসুদেব দাস ৮১

তুমি কেন অন্য পশু খোদাই করো না — ইভোন্নি ভেরা
ভাষান্তর : সুজাতা পাণ্ডী সরকাব ৮৫

কবিতা

দুটি কবিতা কুঁড়ি — প্রদীপ আচার্য ৪৭

একলা ছুঁয়ে থাকি — গাজী বিশ্বজিৎ ইসলাম ৪৭

শিবরঞ্জনী — কমলেশ মজুমদার ৪৭

অবিকল আক্রান্ত পৃথিবী — সুশীল মণ্ডল ৪৭

আমার প্রীতি — চিত্তরঞ্জন দেবভূতি ৪৭

কুয়াশার নদী — দিশা চট্টোপাধ্যায় ৪৭

স্মৃতির চালচিত্র — মণীষা মণ্ডল ৪৮

মেঘদূতের কবিতা — অবশেষ দাস ৪৮

কে না চায় — প্রদীপ্ত সামন্ত ৪৮

শ্রাবণের চিঠি — দীপদুলাল বিশ্বাস ৪৮

কয়েদখানা — কাজল আচার্য ৪৮

এছাড়া কিই বা দিতে পারি — জয়ন্তী দেবনাথ ৪৮

কবি — অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল ৪৯

যেমন কুকুর তেমন মুগুর — নন্তু কুমার বৈরাগ্য ৪৯

নিশ্চিহ্ন হবে নাতে — ত্রিনয়ন দাস ৪৯

মুখ-মুখোশ — বিজন চন্দ ৪৯

বিকল্প জীবন — জ্যোতিপ্রভা সাঁতরা ৪৯

সভাকবি — রতন কুমার ঘোষ ৫০

ভালো নেই কেউ — রবিনকুমার দাস ৫০

অপেক্ষা — পলি পুরকাইত ৫০

অপরাধ — অরুন্ধতী ভট্টাচার্য ৫০

যে নদীর কাছে আমি... — শান্তনু পাত্র ৫০

ছোটদের বিভাগ

গল্প

ডাকাতের ছেলে	মিহির সরকার	১১৩
সতুমামার বেড়ানোর গল্প	তপন চক্রবর্তী	১১৫
গৌফেশ্বরের 'পুলিশ-ডগ'	প্রণবকুমার চক্রবর্তী	১১৮
এক আশ্চর্য বুড়োর পুঁথি	শক্তি পুরকাইত	১২২
লাইব্রেরীর বই চুরি	স্বপনকুমার মান্না	১২৪
ডালিম ফুলের মালা	অভিনন্দন রায়	১২৮
সমাধান	মানিক দীক্ষিত	১৩০
দেবতার বিচার	সম্বুদ্ধ দত্ত	১৩৩
উনি তাহলে কে	সুব্রত ভট্টাচার্য	১৩৫
একজোড়া চারাগাছের গল্প	সমাজ বসু	১৩৭
বিশ্বাসের বাইরে	পান্নালাল রায়	১৪০

ছড়া

রইল রে তোর	উত্থানপদ বিজলী	১০১
মাস্ক রহস্য	নারায়ণ চন্দ্র দাস	১০১
সত্যজিৎ রায়	স্বপনকুমার বিজলী	১০১
ভুলেই গেলাম	রণজিৎ হালদার	১০১
ঘুরতে এলাম পুরী	মানস চক্রবর্তী	১০১
শরৎ এল	বিধান সাহা	১০১
লোহার কল	অর্জুন দেবনাথ	১০১
কাক ও কোকিলের গল্প	কৃষ্ণলাল মাইতি	১০২
বই আর বই	সলিল মিত্র	১০২
কে বলেছে আমরা স্বাধীন	প্রবীররঞ্জন মণ্ডল	১০২
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি	মানস সরকার	১০২
নতুন স্বপ্নে বুনি দেশটা	প্রবীর ভৌমিক	১০২

প্রধান সম্পাদক (অবৈতনিক) ঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য

সহ সম্পাদিকা ঃ নীলা মজুমদার

অলংকরণ ঃ শঙ্কর বসাক।

প্রচার ঃ শ্যামল দাস, মানস রুদ্র, শম্ভু হালদার ও সুজিত মুখার্জী।

প্রাগ্‌ভাষ পত্রিকার পক্ষে **মালা রায়**, ৩এ, গার্স্টিন প্লেস, কলকাতা-৭০০ ০০১ দ্বারা প্রকাশিত এবং ডায়মণ্ড আর্ট প্রিন্টার্স, ৩৭এ, বেন্টিক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য - ২০০ টাকা মাত্র

স্মৃতির চালচিত্র

মণীষা মণ্ডল

জীবনের প্রবাহ তায় ভেবেছিলাম
অচিরে হৃদয়ের কোন এক ফোকরে
বাসা বেঁধেছিল স্মৃতি।
সেই স্মৃতি থেকে জন্ম নেয় তাড়না
এতকাল নিজেকে সংকলিত করে রাখা
জীবন দর্শনে চিত্রায়িত হল মন
বেরিয়ে পড়লাম স্মৃতির চালচিত্র আঁকতে খুঁজতে।
ঢুকে পড়েছিলাম অন্তর মহলে
বহু বছর পর প্রথম দেখা
প্রকৃত পক্ষে যৎসামান্য
অথচ বৃত্তের গোলক ধাঁধায় বারবার ঢুকেছি
আবার বার হয়েছি খুব কষ্ট করে।
রসাস্বাদের ব্যাপ্তি ব্যঞ্জনায় অনাস্বাদন করেছি
সাবলীল, ছন্দোময় জাদুকরি চোখের ভাষা
আসাধারণ আকৃষ্ট করার ক্ষমতা
মুগ্ধ হলাম, রসরচনার রসায়নে
রচনা হল নতুন ইতিহাস।

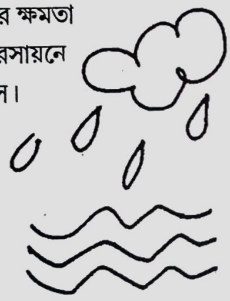

শ্রাবণের চিঠি

দীপদুলাল বিশ্বাস

সাত সমুদ্র পেরিয়ে আমি এলাম —
তোমাকে ভেজাবো বলে,
দেখি ছাতিমের ডালে ভিজছে দোয়েল;
শুনি আমলকী পাতায় টাপুর টুপুর -
অজয় নদে দুরন্ত প্লাবন,
বাতাসে বৃষ্টির ঘ্রাণ...
উতল হাওয়ায় ভেসে আসা মেঘমল্লার,
কৃষকের ভেজা স্বপ্নের ফসলের মাঠ,
সোনার তরীতে রাখা সোনালি ধান...
সবই আছে বন্ধু-
শুধু তুমি নেই...!

আমি এসেছিলাম কবি -
তোমাকে ভেজাবো বলে;
আমি তোমার সেই শেষের কবিতা...
'বিরহী শ্রাবণ'!

মেঘদূতের কবিতা

অবশেষ দাস

আষাঢ়ের জলে ভাসারে সকল শোক
শ্রাবণের জল পদ্মার পানি হোক।

আষাঢ়ের জল গঙ্গার বুকে মেশে
পদ্মার পানি হয়ে যাবে অক্লেশে।

এপার ওপার দু-পার ভাসে জলে
কেউবা আবার বর্ষার পানি বলে।

আষাঢ়ের পানি উথলে উঠেছে বুকে
ভাগাভাগি নেই বিকেকের সম্মুখে।

শ্রাবণের দিনে প্লাবনের গান শুনি
হৃদয়ের ব্যথা কাঁটাতার রঙে বুনি।

ভিজে যায় চোখ আষাঢ়ের মেঘ দেখে
দেবদূত এসে বিরহের ঋতু লেখে।

গঙ্গার জল পদ্মার পানি দ্যাখো
জলে ভেসে যায় রক্তের দাগ, সাঁকো!

দুই দেশ জানে, জল আর পানি মিলে
রূপকথা এক গল্প হয়ে তো ছিলে!

আমরা এখনও সেই স্বপ্নের মুঠি
ভাঙাভাঙি হয়ে কেন হতে দেব দুটি!

বর্ষার মেঘ এক আকাশেই ভাসে
স্বাধীন বাংলা কালিদাস হয়ে আসে।

কয়েদখানা

কাজল আচার্য

সব স্বাচ্ছন্দ্যের আড়ালে বসিয়েছো জাল
কী খাবো কোন পথে যাবো
কোথায় নিস্পৃহ নির্বাক অভিনয়
এ চিত্রনাট্য প্রখ্যাত পরিচালকের।
প্রেম দু'জনে দুজনার
অক্ষিগোলকে বন্দী।
বোকা কাতলা
এ পুকুর তোর আমার নয়
তুই আমি আদতে একলা।
চতুর জেলের খেয়ালী কয়েদখানা
খুঁটে খাওয়া পোকাদের
জমকালো সম্বোধনা।

কে না চা...

প্রদীপ্ত সা...

নিজের মত ...
এই সমাজে ...
পথ খুঁজে তাই ...
মন থেকে দেয় ...

সমস্যা হাজার;— ...
চেষ্টার কোন ত্রুটি ...
জীবন বাজারে ...
হনুমান চালিশা ...

বহু কিছু পেয়ে কি ...
এত দিনেও আ...
চিনতে চেয়েও চাল...
আপন লোকটি খুঁ...

গতানুগতিক; বিনোদনে ...
আনন্দ সুখে কাটছে দিন,
সামলাতে গিয়ে ...
মাথার উপরে ...

আড্ডা মারতে ...
টিভি দেখাতেও চাই ...
কাগজ পড়ায় বেশ ...
কাটাতে চেয়ে — ...

এছাড়া কিই বা দিতে ...

জয়ন্তী দেবনাথ

কতদিন দেখিনি মাথাদের ভীড়
কতদিন শুনিনি দুরন্ত হুইসেল
নীরবতা অন্ধকারে
ডুবে গেছে স্টেশন অটোস্ট্যান্ড ...

শুধু সংকেত বয়ে আসে
পাখিদের শিসে অথবা নাইট ...

তোমায় ছুঁয়ে বেঁচে উঠতে ...

তুমি কি দিতে পারো?
আমি তোমাকে দিতে পারি ...
যতক্ষণ তোমায় ছুঁয়ে থাকি
অনায়াসে লিখে দিতে পারি
জমাট অন্ধকারও ভয় পায় ...

With Best Compliments From

M/s. BENGAL SHYAMJI INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PVT. LTD. ASANSOL

ANANDA CHAKRABORTY
MANAGING DIRECTOR